স্টোরিজ ফ্রম

সহিহ মুসলিম

হাদিসের গল্প-২

মাওলানা সাবেত চৌধুরী

ফাজেলে দারুল উলূম দেওবন্দ
ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

সম্পাদনা

মিশকাত আহমদ

লেখক ও সম্পাদক

প্রকাশনায়:

কাতেবিন

ইসলামী টাওয়ার ২য় তলা, দোকান নং-২২
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৯৭৬৫৯৯৩২৪,০১৬৭৬৫৯৯৩২৪

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস

হজরত মাওলানা নাসীম আরাফাত দা. বা.-এর

দুআ ও অভিমত

নবী-সাহাবিদের যুগ পৃথিবীর ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। এ অধ্যায় আলোকিত, দীপান্বিত। এ অধ্যায় অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তাই এ অধ্যায়কে বলা হয় খাইরুল কুরুন—শ্রেষ্ঠতম যুগ।

এ অধ্যায়ের প্রতিটি মানুষ[১] স্মরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। প্রতিটি মানুষ হিদায়াতের মিনার, আঁধারের বুকে আলো। এঁরা হীরকখণ্ড, পরশপাথর। এঁদের জীবনের প্রতিটি কাহিনি প্রতিটি গল্প, আমাদের পরকালের পাথেয়, হিদায়াতের অমূল্য সামান, নিকষ অন্ধকারে আলোর স্ফুরণ।

কিশোরদের নির্মল অন্তরে গল্পের প্রভাব অনেক বেশি। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনেক অমূল্য সাহিত্য-সম্ভার রয়েছে সব ভাষায় সব জাতির মাঝে—যুগ থেকে যুগান্তর।

স্টোরিজ ফ্রম সহিহ মুসলিম বইটিতে স্নেহের সাবেত চৌধুরী হাদিসের গল্পভাষ্য, অনুবাদ ও সংকলন করেছে। সহিহ মুসলিমের যে হাদিসের গল্পগুলো তাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল, প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল; সেগুলো সে মলাটবদ্ধ করতে বিলম্ব করেনি। আমাদের শিশু-কিশোরদের অঙ্গনে এ ধরনের গ্রন্থের খুব বেশি প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের জীবন-কাহিনি জানা খুবই দরকার। তাই সাবেত চৌধুরীর জন্য রইল দুআ ও শুভকামনা।

মনমোহিনী, হৃদয়স্পর্শী লেখার জন্য অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। দীর্ঘ সাধনার দরকার। উপস্থাপনার কলাকৌশল অর্জনে আরও মেহনত দরকার। চিন্তা ও কল্পনাশক্তি আরও শানিত করা দরকার। তাই লিখতে হবে। পড়তে হবে। চিরায়ত সাহিত্যের গ্রন্থ পড়তে হবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়তে হবে। তা হলেই সফলতা পদচুম্বন করবে।

বইটি পড়েছি। গল্পগুলো ভালো লেগেছে। এক মলাটে সাহাবায়ে কেরামের অনেকগুলো গল্প। অনেকগুলো কাহিনি। আশা করি, অনাগত প্রজন্মের জীবন সাজাতে তা বিস্ময়কর প্রভাব ফেলবে। চরিত্রকে ফুলেল করতে তা এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

৪০৩/এ, খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

---

১. প্রতিটি মানুষ বলতে এখানে সাহাবি উদ্দেশ্য।

লেখকের কলাম

গল্পের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্বভাবজাত। গল্প, হ্যাঁ... আমরা কমবেশি সবাই গল্প করতে, বলতে, পড়তে ভালোবাসি। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণ-কিশোরদের গল্পের প্রতি ঝোঁক-আগ্রহ। গল্প হলো মনে মনে একটা কাহিনি বানানো বা প্লট তৈরি করা। সেটা সত্যও হতে পারে, আবার কল্পকাহিনিও হতে পারে। আধুনিক কালের গল্পগুলোতে সুন্দর কোনো আদর্শে পাঠককে উজ্জীবিত করার ব্যগ্রতা থাকে না। সমাজ বিনির্মাণে এসব গল্পগুলোই ভূমিকা রাখে।

ফলে পৃথিবী একটা নিকষ কালো আধারের দিকে দ্রুত ধাবমান। সমাজে তারাই আজ প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী লেখক। সমাজের অলি-গলি, অন্দর-বাহির দখল করে রেখেছে। এসব প্রতিরোধে চাই সুশীল সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি করা। বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। কলমের বিদ্রোহ! সকালের সেই সুবহি মক্তব, মাইকে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকা শহরে নেই। গ্রামেও কমে যাচ্ছে দিন দিন। শিল্প-সাহিত্যের বিপ্লবের সময় এগুলো বড়ই বেমানান! এজন্যই কোনো কাল্পনিক বিষয়ে নয়; *স্টোরিজ ফ্রম সহিহ মুসলিম* এ বইয়ের গল্পগুলো চিত্রিত হয়েছে দুনিয়া-আখেরাতে চূড়ান্ত সফলতা লাভের একমাত্র দিশারি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, উম্মাহর শেষ আশ্রয় প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোকিত হাদিসের আলোকে। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের জীবনের নানান দিক হাদিসের ভাষা থেকে গল্পভাষ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষণীয় ও দিক-নির্দেশনায় পূর্ণ এ গল্পগুলো তরুণ-কিশোরদের যেমন সুন্দরের পথ দেখাবে, তেমনই যেকোনো বয়সি পাঠকের মনে দাগ ফেলবে, নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবন গঠনের পাথেয় জোগাবে। এ পথে সামনে এগোতে খোদায়ি তাওফিক কামনা করছি। এটি এই সিলসিলার দ্বিতীয় বই। প্রথম বই *স্টোরিজ ফ্রম সহিহ বুখারি* ইতোমধ্যে পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

গল্পের আঙ্গিকে লেখা হাদিসগুলো। হাদিসের গল্পভাষ্য করতে গিয়ে কোথাও যেন হাদিসের মান নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। সহিহ মুসলিমের প্রায় আটষট্টি হাদিসের সমন্বয়ে গঠিত গল্পগুলো। আশা করি নবীজির কথাগুলো আমাদের মনে হেদায়েতের উষাস্নিগ্ধ আলোরূপে প্রতিভাত হবে, আমরা আলোকিত মানুষ হব, আলোকিত জ্ঞানী হব—সেই প্রত্যাশায়। আমরা শতভাগ চেষ্টা করেছি নির্ভুল করে ছাপতে। বিজ্ঞ পাঠক! এরপরও কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী মুদ্রণে আমরা ঠিক করে দেবো। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দীনের দায়ি হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সাবেত চৌধুরী
০৯/০১/২০২৪ খ্রি.

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

১. ইসলাম কী?..... ৮
২. যেভাবে নির্মিত হলো মসজিদে নববী..... ১১
৩. আজানের সূচনা.....১৩
৪. শয়তান বায়ু ত্যাগ করে পালায় ১৬
৫. ওরা মালায়িকা ১৭
৬. মায়ের গর্ভে মানুষ ১৯
৭. আদম আ. ও মুসা আ.-এর বিতর্ক ২০
৮. হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! ২২
৯. উত্তম শাসক ও অধম শাসক ২৪
১০. আরশের ছায়ায় কারা থাকবে? ২৬
১১. নেতৃত্ব প্রার্থনা কোরো না..... ২৭
১২. আমানত রক্ষা করো ২৯
১৩. নাফরমানির মানত হয় না ৩১
১৪. অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই ৩২
১৫. কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ হারাম..... ৩৩
১৬. সাগরের মৃত মাছ হালাল ৩৪
১৭. অবৈধ জিনিস দ্বারা চিকিৎসা..... ৩৬
১৮. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা ৩৭
১৯. মুরগি কখনও খাব না!.....৩৯
২০. মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের খায় সাত পেটে ৪০
২১. খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না..... ৪১
২২. যেভাবে জুতা পরবে ৪১
২৩. সন্তানদের মাঝে সমতা ৪৩

২৪. সন্তান দুজনকে ভাগ করে দাও ৪৫
২৫. মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে ৪৬
২৬. আপনিও কাঁদছেন আল্লাহর রাসুল! ৪৮
২৭. রোজা রাখো দাউদ আ.-এর মতো ৪৯
২৮. আমি লাল-কালো সবার জন্য ৫১
২৯. বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ ৫৩
৩০. ঋণী ব্যক্তির জানাজা ৫৬
৩১. দিয়্যাত ৫৭
৩২. নেকড়ে নিয়ে যাবে ৫৯
৩৩. সংকটে এক হও ৬১
৩৪. আল্লাহকে ভয় করো ৬২
৩৫. আমি মুসলমান ৬৪
৩৬. বদর যুদ্ধ ৬৬
৩৭. বদরের প্রান্তরে ফেরেশতা নেমে এলো ৬৮
৩৮. ইহুদি দুর্ধর্ষ নেতা কাব ইবনে আশরাফের নিধন ৭২
৩৯. হে ঘুমকাতুরে, ওঠো! ৭৫
৪০. হুদায়বিয়ার সন্ধি ৭৭
৪১. বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র প্রেরণ ৭৯
৪২. বন্ধু আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ৮৪
৪৩. মক্কা বিজয় ৯৪
৪৪. কাবার চারপাশ থেকে মূর্তি অপসারণ ৯৭
৪৫. হিন্দার ঘটনা ৯৮
৪৬. হুনায়নের যুদ্ধ ৯৯
৪৭. কাব ইবনে মালিক ও সাথিদের তাওবার বিবরণ ১০১
৪৮. গনিমত হালাল ১১০
৪৯. নারীদের বায়আত গ্রহণ ১১২
৫০. দাওয়াতের পথে নবীজির কষ্ট ১১৩
৫১. নবীজির ধৈর্যধারণ ১১৫
৫২. নবীজির ক্ষমা ১১৬
৫৩. নবীজির স্বপ্ন ১১৮

৫৪. নবীজির যুগে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি ১১৯
৫৫. আমি আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছি.....১২১
৫৬. নিদারুণ ক্ষমা ১২৩
৫৭. আমাকে পবিত্র করুন!.....১২৫
৫৮. তুমি বসরার শাসনকর্তা.....১২৭
৫৯. শহিদরা জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত হন..... ১২৮
৬০. জান্নাত যাদের জন্য ১৩০
৬১. খ্যাতির বিড়ম্বনা জাহান্নাম..... ১৩২
৬২. ওরা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না..... ১৩৪
৬৩. জামাআতকে আঁকড়ে ধরো ১৩৫
৬৪. খিলাফত কুরাইশের জন্য.....১৩৬
৬৫. মদিনাকে আঁকড়ে থাকো ১৩৭
৬৬. নবীদের মিরাস বণ্টিত হয় না ১৩৯
৬৭. ওরা খারেজি! ১৪২
৬৮. একদল লোক হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে.....১৪৪

ইসলাম কী?

ইসলামের আগমনে পৃথিবী আলোকময় হয়ে উঠেছে। জাহিলি যুগের তিমির অন্ধকারের বুক চিরে বের হয়েছে আলোর ফোয়ারা। ঘুটঘুটে মেঘের বুক চিরে যেমন সূর্য হাসে ঠিক তেমনই। চারিদিকে আলোর বিচ্ছুরণ। কোথাও নেই কোনো অন্ধকার।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার রহ. একজন তাবেয়ি, রাসুলের ভাষ্যে 'খায়রুল কুরুন'[১] -এর মানুষ। তিনি বলেন, বাসরার অধিবাসী মাবাদ জুহাইনাহ প্রথম ব্যক্তি, যে তাকদির অস্বীকার করল। আমি ও আমার সঙ্গী হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। আমাদের মনে অনেক ব্যথা—মানুষ কী করে তাকদির অস্বীকার করে? আমরা বললাম, যদি এ সফরে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবির সাক্ষাৎ পাই, তাহলে—ওই সব লোক তাকদির নিয়ে যা কিছু বলে সে সম্পর্কে—তাকে জিজ্ঞেস করব। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে মসজিদে ঢুকার পথে পেয়ে গেলাম। আমরা তাকে ডান এবং বাম থেকে ঘিরে নিলাম।

আমি বললাম, আবু আবদুর রহমান। আমাদের এলাকায় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা কুরআন পাঠ করে, জ্ঞান অন্বেষণও করে। তাদের মধ্যে অনেক ভালো গুণও রয়েছে। তবে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, তাকদির বলতে কিছু নেই এবং প্রত্যেক কাজ এমনি এমনি সংঘটিত হয়।

ইবনে উমর রা. বললেন, তুমি তাদের সাক্ষাৎ পেলে জানিয়ে দিয়ো—তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আর আমার সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইবনে উমর রা. আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, তাদের কারও কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান-সদকা করে দেয়; আল্লাহ তার এ দান গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকদিরের ওপর ঈমান না আনবে।

---

১. 'খাইরুল কুরুন' বলা হয়—সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে-তাবেয়িদের যুগ বা সময়-কালকে। যার অর্থ—শ্রেষ্ঠ যুগ, সেরা সময়, সেরা মানুষদের সময়।

তিনি বললেন, আমার পিতা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, একবার আমরা নবীজির মজলিসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি ওই মজলিসে উপস্থিত হলো। তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। দেখে মনে হচ্ছে না দূরদেশ থেকে এসেছে। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। নিকটতম এলাকার অধিবাসী হলে আমরা তাকে চিনে নিতাম; কিন্তু আমাদের কেউই তাকে চিনল না।

অবশেষে সে নবীজির সামনে বসল। সে তার হাঁটুদ্বয় নবীজির হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু নবীজির অথবা নিজের উরুর ওপর রাখল এবং বলল :

—মুহাম্মাদ! বলুন তো ইসলাম কী?
—নবীজি বললেন, ইসলাম হচ্ছে এই : তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ-উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাদানের সওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহতে যাওয়ার সক্ষমতা থাকলে হজ করবে।

—সে বলল, আপনি সত্যই বলেছেন।
ইবনে উমর বলেন, আমার বাবা উমর রা. বলেন, আমরা তার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। কেননা, সে (অজ্ঞের মতো) প্রশ্ন করছে আবার (বিজ্ঞের মতো) সমর্থন করছে!

—সে বলল, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।
—নবীজি বললেন, ঈমান এই যে : তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদির এবং এর ভালো ও মন্দের প্রতিও বিশ্বাস রাখবে।[১]

—সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন।

—সে আবার জিজ্ঞেস করল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।

---

১. এই হাদিস দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রমাণ করলেন, তাকদির ঈমানের একটি অংশ। এটা অবিশ্বাস করলে ঈমানই থাকবে না। যারা বলে, 'তাকদির বলতে কিছু নেই এবং প্রত্যেক কাজ এমনি এমনি সংঘটিত হয়' —তাদের কথা ঠিক নয়। –সম্পাদক

—নবীজি বললেন, ইহসান এই যে : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ; যদি তাকে না দেখো তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।

—সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল। আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন।
—নবীজি বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানে না।[১]

—সে বলল, তা হলে আমাকে এর কিছু নিদর্শন বলুন।
—তিনি বললেন, দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে[২] এবং নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন বকরির রাখালদের বড়ো দালান-কোঠা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় গর্ব-অহংকারে মত্ত দেখতে পাবে।[৩]

আমার বাবা উমর রা. বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর নবীজি আমাকে বললেন,

—হে উমর! তুমি জানো, এ প্রশ্নকারী কে?
—আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই অধিক জানেন।

—নবীজি বললেন, তিনি জিবরিল আ.। তোমাদের কাছে তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[৪]

---

১. অর্থাৎ, দুই জনের কেউই জানেন না, কিয়ামত কখন হবে; সঠিক সময় কেবল জানেন আল্লাহ।
২. দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে। এর একটি অর্থ হলো : মনিব তার দাসীর সাথে যেমন আচরণ করে, সন্তানগণ তাদের মায়ের সাথেও তেমনই আচরণ করবে; তারা মায়ের বাধ্য থাকবে না। মায়ের সঙ্গে সন্তানের আচরণে মনে হবে, দাসী যেন মুনিবকে জন্ম দিয়েছে।
এর আরেকটি অর্থ হলো : ইসলাম তখন ব্যাপকভাবে বিজয়ী হবে। ফলে কাফেরদের যারা বন্দি হয়ে আসবে, সেই বন্দিদের মালিক হবে মুসলিমরা। মুনিব দাসীদের থেকে সন্তান কামনা করবে। ফলে যে সন্তান হবে, সে হবে মুনিবের সন্তান। আর মুনিবের সন্তান মুনিবই হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।
৩. দুনিয়ার ব্যবস্থা বদলে যাবে। বড়ো ছোটো হয়ে যাবে, সম্মানি ব্যক্তি অপমানিত হবে। অসম্মানি ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত হবে। অযোগ্য-অথর্বরা যোগ্যদের আসনে সমাসীন হবে।
৪. সহিহ মুসলিম : ১

যেভাবে নির্মিত হলো মসজিদে নববী

নবীজি হিজরত করে এসেছেন মদিনায়। মদিনার উঁচু ভূমি বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় অবতরণ করে সেখানে চৌদ্দ রাত অবস্থান করলেন। এরপর নবীজি বনি নাজ্জার গোত্রের লোকদের ডাকলেন, তারা সবাই গলায় তরবারি ঝুলিয়ে এলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহনে সাওয়ার হয়ে আছেন। আবু বকর রা. পেছনে বসা। বনি নাজ্জারের লোকজন তাঁকে ঘিরে আছে। সবার মনে একটাই আকুতি, একটাই চাওয়া—নবীজি যেন তাদের মেহমান হন। অবশেষে আল্লাহর কুদরতি ফায়সালা—উট আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর বাড়ির আঙিনায় অবতরণ করল; আর সেখানেই নবীজি অবস্থান করলেন।

যেমন ছিল ওই স্থান

নবীজির হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি আনাস রা. বলেন, যে স্থানে নবীজির উট থামে, তার চৌহদ্দি বা সীমানা ছিল নিম্নরূপ—

সেখানে ছিল একটি বাগান। ওই বাগানে ছিল খেজুরগাছ, মুশরিকদের কিছু কবর এবং কিছু ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

নামাজের সময় হলেই নবীজি নামাজ আদায় করতেন। এমনকি ভেড়ার খোঁয়াড়েও নামাজ আদায় করতেন।[১] পরে নবীজি মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে নির্দেশপ্রাপ্ত হলে বনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন :

বনি নাজ্জার, তোমাদের এ বাগানটি অর্থের বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করবে?

তারা বলল : না, আল্লাহর শপথ, আমরা কোনো অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করব না; তবে আমরা আল্লাহর কাছেই এর প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখব।

বাগান মালিকদের অনুমতি পেয়ে নবীজি নির্দেশ দিলেন, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলো, মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে ফেলো এবং ধ্বংসাবশেষগুলো

১. নামাজের স্থানটুকু পবিত্র হলে ভূপৃষ্ঠের যেকোনো জায়গায় নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই।